International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 41-61
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.195

সমাজ সংস্কার এবং বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান

সুজয় চন্দ্র বিশ্বাস
ডিস্ট্রিক্ট পেডাগজি কোঅর্ডিনেটর, সমগ্র শিক্ষা মিশন, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.03.2026; Accepted: 20.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Prabhu Jagadbandhu Sundar was born on 28th April 1871, on Sita Navami Tithi, at Dahapara village under Jiaganj police station of Murshidabad district in West Bengal. Just as the merciful Lord incarnated in the world to fulfill the desires of the devotees, similarly the most merciful Lord Jagadbandhu Sundar also came to this world to fulfill the desires of the living beings. Prabhu Jagadbandhu Sundar was a prominent Vaishnava saint and social reformer in the late 19th centuries and early 20th centuries. He played an important role in social reform at that time by promoting the ideals of devotion, equality and human love. Prabhu Jagadbandhu Sundar was associated with many movements such as the abolition of untouchability, the elimination of the distinction between upper and lower castes in society, and the overall development of humanity, as well as the development and purification of the backward Hindu society. Prabhu himself associated with the neglected, hated and untouchables of Dom, Buna, Bagdi etc. and developed them through various programs, evidence of which has been found in various books and newspapers. He introduced and spread the Harinama Sankirtan to unite people from all walks of life, in which people from different classes of society participated together, as a result of which social differences were reduced and a sense of unity was increased. He encouraged people to follow the path of holy life, truthfulness, non-violence and devotion. According to him, the moral development of the individual is very important for the progress of society. He considered human service to be equivalent to service to God. He tried to awaken human values in society through sympathy and help for the poor and neglected people. He taught brotherhood and compassion among all people. His ideology helped to establish the ideals of peace, coexistence and tolerance in society. The main goal of Prabhu Jagadbandhusundar's social reforms was to build a humane and just society through equality, brotherhood, morality and devotion among people. Prabhu Jagadbandhu (1871–1921), a Bengali spiritual leader and founder of the Mahanam Sampraday, composed eight books focusing on the worship of God through kirtan (devotional chanting) and his teachings on the 'Mahanam'. The eight books authored by Prabhu Jagadbandhu are Shrimatisangkirtan, Shrimansangkirtan, Bibidhasabgit (The first three books above are often printed together as Sangkirtan Padamrta), Shrisangkirtan, Padavali, Shrishriharikatha, Chandrapath, Uddharana, these works, alongside his teachings, emphasize the "Maha-Nama" (great name: Hari Purush Jagat Bandhu – Maha Uddharana) as a means of spiritual liberation and universal love. Prabhu Jagadbandhu established Sree Angan (Sreedham Sreeangon) in 1899 in Faridpur, Bangladesh, for Served as a place for meditation, preaching, and residence for devotees.

Keywords: Society, Social Reform, Untouchability, Morality, Equality, Brotherhood, Merciful, Harinama Sankirtan, Worship of God, Mahanam Sampraday, Spiritual, Sree Angan (Sreedham Sreeangon), Meditation

১. ভূমিকা: ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমাজে যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, এবং উঁচুবর্ণ ও নিম্নবর্ণ শ্রেণী সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং হিংসা, বিদ্বেষ, কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা সমাজকে হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল, এমনই এক সংকটপূর্ণ সময়ে ইংরেজি ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল, বাংলা ১২৭৮ বাঙ্গাব্দের, ১৬ই বৈশাখ[১] এক ব্রাহ্মমুহূর্তে- "পুস্প বন্তযোগে"[২] মাহেন্দ্রক্ষণে সীতা নবমী তিথিতে, অবিভক্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন বাংলা বিহার ওড়িষ্যার রাজধানী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়ায় পিতা দীননাথ এবং মাতা বামাদেবীর গৃহে অযোনি সম্ভব পরম রূপলাবণ্যময় শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আবিভূর্ত হয়েছিলেন। সুপ্রাচীন কাল হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যে সমস্ত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিলো, তাদের সমপর্যায়ভুক্ত অন্যতম এক মহামানব ছিলেন প্রেমের ঠাকুর, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মধ্যে সত্য সনাতন হিন্দু ধর্মের সুনির্মল আদর্শ অভিনবরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, যা ছিল একান্ত দুর্লভ। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বিজাতীয় ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুধর্ম সম্মকপ্রকারে গ্লানিযুক্ত হয়, সেই অন্ধকার যুগে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর উজ্জ্বল আলোক কার্তিকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমগ্র জীবন ভোর তিনি সত্যনিষ্ঠা, সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে কোন পন্থা অবলম্বন করে অবিভক্ত ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়, তা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর স্বয়ং আচরণ দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান দেখিয়েছিলেন। নীরবে এবং নিভৃতে ছিল তার সাধনা এবং মানবের কল্যাণ চিন্তাই ছিল তার একমাত্র তপস্যা। অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু সমাজের উন্নয়ন ও শুদ্ধি প্রভৃতি বহু আন্দোলনের সহায়তা করেছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। ডোম, বুনা, বাগদি প্রভৃতি সমাজ উপেক্ষিত, ঘৃণিত, অস্পৃশ্যদের মধ্যে প্রভু স্বয়ং মেলামেশা করে তাদের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায়। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের বাল্যকাল হতে বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্মের ভাব ও লক্ষণগুলি তার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল ভীষণভাবে। ক্রমশ, তিনি নদীযার সেই গৌর নিত্যানন্দের মতো মানবের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হরিনাম সংকীর্তন প্রচার আরম্ভ করেছিলেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। শ্রীমান গৌরাঙ্গমহাপ্রভু হিন্দু সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুর সংহতি শক্তি উদ্‌বোধনের যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, অনুরূপভাবে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর পরবর্তীকালে তাকেই পুনরুদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন কর্মপন্থার মাধ্যমে। প্রভু জগদ্বন্ধুর বাল্য নাম ছিল 'জগৎ'। জগদ্বন্ধু ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল সোনার মতো। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতির কারণে, তিনি "জগদ্বন্ধু" উপাধি পান, প্রভু এই নামে পরবর্তীকালে বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করেন। জগদ্বন্ধুসুন্দরের পিতা দীননাথ চক্রবর্তী ছিলেন ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সভাপন্ডিত অপরদিকে তিনি ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং পরে তিনি তার পাণ্ডিত্যের জন্য ন্যায়রত্ন (Nyayaratna) উপাধিও লাভ করেছিলেন। জগদ্বন্ধু সুন্দরের মাতা রাজলক্ষিসূতা বামাদেবী ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিময়ী নারী এবং সত্যিকার মা লক্ষীর অনুরূপা। প্রভুর পিতা ও মাতা বাড়িতে প্রাচীন কুল বিগ্রহ, শ্রীরাধা গোবিন্দের নিয়মিত সেবা, পূজায় এবং ভক্তিভাবগত চর্চার মাধ্যমে পরম আনন্দে তারা দিন কাটাত। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ডাহাপাড়া গ্রামটি ঢাকা বাসীদের তৎকালীন ভারতবর্ষের উপনিবেশ রূপে পরিচিত ছিলো, এখানে বাংলা দেশের ঢাকাশহর থেকে বহু জনগণ এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। আর এই ঢাকাপাড় হতেই ডাহাপাড়া[৩] নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে

---

১. নামনিষ্ঠ হরিপ্রেষ্ঠ- শ্রীপাদ কুঞ্জদাস (প্রথম)। (২০১৪)। শ্রীমৎ নরহরিদাস ব্রহ্মচারী, সেবাইত, শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুধাম ট্রাস্ট কমিটি।পৃ. -৪

২. Chandra Ghosh, N. (1965). LIFE AND TEACHING OF Sri Sri Prabhu Jagadbandhu (2nd ed.).Mahauddharam Granthalaya.,P-1

৩. বন্ধু দাসব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল। (১৯৭১)। প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়। পৃ.-৩

মনে করা হয়। ডাহাপাড়া গ্রামের পূর্বপাড়ে অবস্থিত রয়েছে হাজারদুয়ারি প্যালেস, আর পশ্চিমে রয়েছে দেবী কিরীটেশ্বরীর মন্দির, যা সতীপীঠের একান্নতম পীঠস্থানের এক পিঠ নামে পরিচিত আছে। জগদ্বন্ধু সুন্দর ছিলেন একজন মহাপুরুষ, মহামানব এবং অযোনিসম্ভব হিসাবে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এটা নিয়ে অনেক লোককথা রয়েছে। এগারো মাস বয়সে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তার মাতাকে হারান। দীননাথ ন্যায়রত্ন তখন প্রভু সুন্দরের লালন পালনের জন্য ফরিদপুর ব্রাহ্মনকান্দার বাড়িতে নিয়ে আসেন। অল্প বয়সেই জগদ্বন্ধুসুন্দর দিগম্বরী দেবীকে বলতেন 'আমি অযোনী সম্ভব', মহাপ্রভুর যে সকল লক্ষণ ছিল, তাহা আমাতে আছে। তিনি আরও বলতেন, এবার চারটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম সংস্থাপন করবো, তবে আমার নাম জগদ্ধন্ধু। প্রভু কিশোর বয়সেই নাম কীর্তন, ভগবৎ পাঠ, ভগবদালোচনা শুনলেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। বন্ধুসুন্দরের সাত বছর বয়সে তার পিতা দীননাথ ১২৮৫ সালে ডাহাপাড়া গ্রামে পরলোক গমন করেছিলেন।

২. শ্রীশ্রী প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে কাটিয়েছেন তার কিছু বর্ণনা:

২.১. ডাহাপাড়ায় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর: শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহামানব। জগদ্বন্ধুসুন্দর মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এই ধরাধামে তার বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়, তা সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করা হলো গবেষণাপত্রে- প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের বয়স যখন তিন মাস, তখন নেপাল থেকে আগত এক যোগ ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী সন্ন্যাসী মুর্শিদাবাদে রানি স্বর্ণময়ীর বাসভবনে এসেছিলেন এবং সেখানে উপস্থিতি ছিলেন গঙ্গাধর কবিরাজ এবং প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পিতা পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন। গঙ্গাধর পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্নকে তার পুত্র প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ঠিকুজি নেপালি সন্ন্যাসিকে দেখানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। দীননাথ ন্যায়রত্ন তিনদিন তার পুত্রকে ঠিকুজীসহ সন্ন্যাসিকে দেখিয়েছিলেন। তৃতীয়দিনে নেপাল থেকে আগত সন্ন্যাসী জগদ্বন্ধুসুন্দরের ঠিকুজীটি গভীরভাবে নেড়ে চেরে দেখার পর সবিস্ময়ে সন্ন্যাসী জগদ্বন্ধুসুন্দরের পিতা পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্নকে প্রশ্ন করেছিলেন-

> "আচ্ছা, আপনার এ শিশুটি কি জীবিত রয়েছে? একবার কি একে আমায় দেখতে পারেন?"[৪]

জ্যোতিষী ন্যায়রত্নকে বলেছিলেন "তোমার ছেলেটিকে আমার বড়ো দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাঁকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পার?" ন্যায়রত্ন সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং সেই কথা মতো ন্যায়রত্ন চতুর্থ দিনে তার পুত্র জগদ্বন্ধুকে জ্যোতিষীর নিকট নিয়ে এসেছিলেন এবং জ্যোতিষী বাল্য জগদ্বন্ধুরকে দেখা মাত্র প্রভুর রাঙা পা দু-খানি বারবার মাথায় ঠেকিয়েছিলেন, আর সন্ন্যাসীর দুই নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরেছিল। দীননাথ নায়রত্ন ব্যাকুল কণ্ঠে সন্ন্যাসীকে বলে উঠেছিলেন- "সাধু বাবা, আপনি এসব কী কাণ্ড করছেন, বলুন তো? তখন সন্ন্যাসী ন্যায়রত্নকে বলেছিলেন, -

> "পণ্ডিতজি! আমার বাংলায় আগমন সার্থক হলো।

---

৪. প্রভু জগদ্বন্ধু কথা (২)। (২০০৫)। শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রী শ্রীমহানাম অঙ্গন। পৃ. -১

তুমি মহা ভাগ্যবান, যে পাঁচটি গ্রহ সংযোগে অবতারের
জন্ম হয়, এই শিশুর জন্মলগ্নে সেই পাঁচটি গ্রহই তুঙ্গস্থ।
এই ছেলে কালে মহাপুরুষ হইবেন। ইহার দ্বারা সমস্ত
জীব কৃতার্থ হইবে।"[৫]

নেপাল থেকে আগত সন্ন্যাসী কিছুদিন ডাহাপাঁড়াতে বসবাস করেছিলেন এবং প্রাণ ভরিয়া প্রভুর দর্শনস্পর্শনে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ঐ সন্ন্যাসী শিশুর নাম 'জগদ্বন্ধু' রাখিবার আদেশ দিয়েছিলেন। ডাহাপাড়াতেই প্রভুর ষষ্ঠ মাস বয়সে অন্নপ্রাশন হয়েছিল, আর এই অন্নপ্রাশনে প্রভুর নামকরণ করা হয়েছিল 'জগদ্বন্ধু'।[৬] জগদ্বন্ধুর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ জগদ্বন্ধুকে আদর করে 'জগৎ' বলে ডাকতেন। একদিন জগদ্বন্ধুর পিতা ন্যায়রত্ন মহাশয় ডাহাপাড়ার গ্রামের বাড়িতে তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসেছিলেন, আর সেই সময় এক জটাজূটধারী এক সাধু কিরীটেশ্বরীর মন্দির হতে ঐ রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ করে সাধূটির নয়নাভিরাম শিশুটি অর্থাৎ জগদ্বন্ধু সুন্দরের উপর তার চোখ পড়েছিল। স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ শিশুটির দিকে তাকিয়ে থেকে সাধু গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন-

"এ শিশু কার? উত্তর কালে এ যে রাজা হবে!"[৭]

সাধুর এই কথা শোনার পর ন্যায়রত্ন স্মিত হাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন, "সাধুজী, আমি গরীব ব্রাহ্মণ। আমার পুত্রের পক্ষে রাজা হওয়া কি করে সম্ভব?" এই কথা শোনার পর সাধুটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন-।

"ভোগের রাজা নয়, যোগের রাজা।"[৮]

এই কথা বলার পর সন্ন্যাসী আর সেখানে অপেক্ষা করেনি।

২.২. গোবিন্দপুরে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর: ডাহাপাড়ায় প্রভু জগদ্বন্ধুর মাতা বামাদেবী চৌদ্দ মাসের শিশু জগদ্বন্ধুকে পরিত্যাগ করে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। বামাদেবী হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর অগ্রদূত স্বরূপিণী ছিলেন বলে জানাযাজা জগদ্বন্ধু মাত্র চৌদ্দ মাস বয়সে মাতৃহারা হন। এরূপ অবস্থায় জগদ্বন্ধুর পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন, তার ঐ চোদ্দমাসের শিশুকে নিয়ে কীভাবে লালন পালন করবেন, এই ভেবে জগদ্বন্ধুর পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন তার ঐ চৌদ্দ মাস বয়েসের শিশুকে নিয়ে তার নিজের গ্রামে, অধুনা বাংলাদেশের গোবিন্দপুরে নিয়ে আসেন এবং এখানে নিয়ে এসে দীননাথ তার ভ্রাতুষ্পুত্রী বাল্য বিধবা দিগম্বরীর নিকট তার শিশুর সমস্ত দায়িত্বভার দেন। কথা ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু জগদ্বন্ধু 'হরি, হরি' উচ্চারণ করতেন। শৈশবসঙ্গী প্রতাপভুঞ্জা আরও অন্যান্য বালকদের সঙ্গে প্রভু হরিনামের খেলাবসে সবসময় মেতে থাকতেন। প্রতাপ পত্রের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই প্রভু করতাল বলে হরিনাম সংকীর্তন কর্তব্যের ইঙ্গিত জানাতেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রভু গাইতেন-

---

৫. বন্ধু দাসব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল।(১৯৭১)। প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।,পৃ. -৮

৬. তবেদ; পৃ. -৯

৭. প্রভু জগদ্বন্ধু কথা (২)। (২০০৫)। শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রী শ্রীমহানাম অঙ্গন।, পৃ. -১

৮. তবেদ; পৃ. -২

"সংসার বাসনা মোর কিছু মনে নাই।
আমায় ডোর কৌপীন দাও, ভারতী গোঁসাই।"[৯]

এই গান গাওয়ার মধ্যেই বোঝা যায় যে, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর বাল্যকাল থেকেই সংসারের মায়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে হরিনাম মহা সংকীর্তন এর প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। প্রভু জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচর্য্য, প্রেম, পবিত্রতা, অহিংসার বিগ্রহ রূপে দিনে দিনে প্রতিভাত হতে লাগলেন। প্রভু বাল্যকাল হতেই নিতাই, গৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণের লীলা, রূপ, গুণ- গাঁথা নিয়েই তিনি বিভোর থাকতেন।

২.৩. ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর: ১২৮৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়িতে প্রভুর শুভ পদার্পণ ঘটেছিল। শ্রীপাদ ভৈরব কিছুদিন প্রভুর পড়াশোনার বন্দোবস্ত করেছিলেন ঈশ্বর মাস্টারের পাঠশালায়। প্রভুকে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের জিলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করেছিলেন। প্রভুর বয়স যখন মাত্র তেরো বছর, তখন তিনি সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। প্রভুর উপনয়ন হয়েছিল ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে। এই উপনয়ন সংস্কারের পর থেকে প্রভু আদর্শ ব্রাহ্মণ কুমারের মতো যথারীতি সন্ধ্যাবন্দনাদি করতেন। প্রভু বনে বনে ঘুরে জীবের দুঃখ, দুর্গতি মোচনের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। প্রভুর কিছু কিছু সহচরী বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী বেশী প্রভুর পবিত্র আদর্শে মুগ্ধ হয়ে নিরামিষ ভোজী, শুদ্ধাচারী, ত্রিসন্ধ্যা স্নান তৎপর ও হরিনামে অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রভু অষ্টম শ্রেণির (তৎকালীন থার্ড ক্লাস) বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রভু স্কুল ছুটির পর মাঝে মাঝে জলধর ও দুঃখীরাম ঘোষের দোকানে এসে বসে থাকতেন এবং তাদের দেওয়া ছানা, মাখন, ক্ষীর, সন্দেশ প্রভৃতি গ্রহণ করতেন। দুঃখীরাম প্রভুর পরশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাবে উন্নীত পরম ভক্তরূপে পরিণত হয়েছিলেন।[১০]

২.৪. রাচীতে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর: প্রভু জগদ্বন্ধু রাঁচিতে কিছুদিন তারিণী চক্রবর্তীর নিকট ছিলেন। তারিণী চক্রবর্তী ছিলেন জগদ্বন্ধুর জেঠতুতো ভ্রাতা। ১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে রাঁচি হাইস্কুলের থার্ড ক্লাসেই প্রভুকে ভর্তি করা হয়েছিল। এখানে প্রভু অধিকাংশ সময় স্বভাবসুলভ ধ্যানাবিষ্ট হয়ে থাকতেন এবং খোল করতালে কীর্তনের রোল শুনলে সেই দিকে ছুটে যেতেন। প্রভুর অসাধারণ ভাববিহ্বলতা দেখে স্বজনমন্ডলী বহু প্রশংসা করতেন। প্রভু রাঁচিতে থাকাকালীন একটি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন,- তারিণীবাবুর বাসার সন্নিকটে এক রায়বাহাদূর উপাধিধারী ভদ্রলোকের দুর্দমনীয় ঘোড়দৌড়ের একটি ঘোড়া ছিল। অনেক বড়ো অভিজ্ঞ অশ্বারোহীই সেই গোড়াকে বসে আনতে পারেননি; যে-কোনো অভিজ্ঞ অশ্বারোহী সেই গোড়ার পিঠে চাবুক দেওয়া মাত্রই অশ্বটি তাদেরকে ফেলে দিতো। প্রভু জগদ্বন্ধু কয়েকমাস ধরে এই ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন প্রভু জগদ্বন্ধু মৃদু মৃদু হাস্যসহকারে উক্ত অশ্বপুঙ্গবের মালিককে বলেছিলেন– "দেখুন, আমি কিন্তু আপনার ঘোঁড়াটিকে ঠিক করে দিতে পারি!" প্রভুর কথা শুনে তারিণীবাঁবু সভয়ে বলেছিলেন "জগৎ, তুই কি জানিস নে যে, এ ঘোড়ার দাপটে কত খুন হয়ে গেছে! সাবধান, ওরূপ দুঃসাহস দেখাস নে?" তখন প্রভু হাসতে হাসতে বলেছিলেন "ঘোড়া ত ঘোড়া! কত সিংহ ব্যাঘ্রকে মূষিক করে খেলতে জানি।"[১১] প্রভু ঐ অশ্বটির উপরে উঠে চাবুক মারা মাত্র ঘোড়াটি মুহূর্তের মধ্যেই কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলো, এবং কয়েক ঘণ্টা পর

---

৯. বন্ধু দাসব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল।(১৯৭১)।প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।,পৃ.-১১

১০. তবেদ; পৃ. -১৯

১১. বন্ধু দাসব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল।(১৯৭১)।প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।,পৃ.-২৪

ঘোড়াটি ফিরে এসেছিল, ফিরে আসার পর দেখা গেলো সেই দুর্দান্ত ঘোড়াটি একেবারে প্রভুর বশে এসে গিয়েছিলো। আশ্চর্যের বিষয়, এরপর হতে ঘোড়াটি সেই দুর্দমনীয় ভাব দূর হয়ে গিয়েছিলো। দুর্দান্ত পশু শক্তিও যে প্রভুর ইঙ্গিতের বস, এই ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়ে থাকে।

২.৫. পাবনায় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর: প্রভু জগদ্বন্ধু পাবনায় গোলক মনি দেবীর কাছে এসেছিলেন। প্রভুর প্রতিতদ্বারণ কার্য পাবনা হতেই প্রথম শুরু হয়েছিল। প্রভু পাবনাতেই সর্বপ্রথম ছাত্রদের নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। প্রভু পাবনাতেই সর্ব প্রথম ঘোষণা করেছিলেন –

> "বর্তমান ধ্বংস প্রলয়ংকর যুগে কীর্তনেই পরম কর্তব্য"[১২]

একদল স্কুলের বালক প্রভুর বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রভু তাদের শ্রীহস্তে লিখে লিখে তাদের উপদেশ দিতেন- "ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম"[১৩] এই দুইটি ছাড়া যে প্রকৃত শক্তি লাভ করা যায় না। প্রভু কাহাকে কোনোদিন আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষাদান করেননি। প্রভু বলতেন–

> "তোমরা কেউই দীক্ষা লইও না। দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র। গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরু দীক্ষা বা গুরুপ্রণালী বলা যায়। তারক ব্রহ্ম হরিনামই মহা উদ্ধারণ মন্ত্র। ইহা গুপ্ত নহে- সর্বদা প্রকাশ্য। ভবসমুদ্র পার করিতে যিনি সমর্থ তিনিই গুরু। "যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়।" শ্রীকৃষ্ণই যুগে যুগে গুরুরূপে উদ্ধার করিতে আসেন। গুরু ও কৃষ্ণ একজন। গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরঙ্গ, গুরু বন্ধঅ। আমি জগদ্‌গুরু। মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে। জগদগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।।"[১৪]

সংযম, নিষ্ঠা, শুদ্ধাচার প্রভৃতি আপনি আচরণ করে প্রভু অনুবর্তীদেরকে শিক্ষা দান করতেন। প্রভু ছাত্রগণকে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ধ্যানধারণা ও কীর্তন মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নশীল থাকবার জন্য উপদেশ দিতেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রসারণ, সমাজ সংস্কার এবং সামাজিকতার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল, তা গবেষোণা পত্রে উল্লেখ করা হলো প্রভুর একটি বাণীর দ্বারা– "গ্রাজুয়েট না হয়ে কেউ পড়া ছেড়ো না। মূর্খে আমার কথা বুঝতে পারবে না। অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না। বি.এ; এম.এ; পাশ করো, বিদ্যান্নতি, বিদ্যাস্মৃতি, বিদ্যানুশীলন। খুব ভালো করে পড়ো। বেশ করে মুখস্থ করে রাখ। পাঠে ও আমার কথায় আদৌ অবহেলা করো না। পড়িও; স্বস্তি ও আনন্দে রহিও। অসখ্য হইও।"[১৫]

৩. সমাজ সংস্কারে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান:

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের দিব্য জীবনের দুটি দিক রয়েছে, একটি সামাজিক দিক, অপরটি আধ্যাত্মিক দিক। মানবতাবাদী প্রভু সুন্দর সমাজের পিছিয়ে পড়া বুনা, বাগদি, ডোম এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উদ্ধারের জন্য তার বন্ধুরূপ প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। ধর্মীয় পরিচয় তার ছিল এবং তার সাথে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অধিকার বঞ্চিত মানুষেদের বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করাই ছিল প্রভুর মূল উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর একদিকে তার ভক্তদের নিকট ছিল অবতার পুরুষ এবং অপরদিকে ছিলেন মানবতাবাদী ও মহান সমাজ সংস্কারক। প্রভু সুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে প্রেম ও ভালোবাসার বেদিমূলে মানুষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নিম্ন স্তরের দীনহীন, অস্পৃশ্য চণ্ডালের প্রতি মহাপ্রভুর

---

১২. তবেদ; পৃ. -২৪

১৩. তবেদ; পৃ. -২৭

১৪. বন্ধু দাসব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল। (১৯৭১) ।প্রভু জগদ্বন্ধু (১) । শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।, পৃ. -৩১, ৩২

১৫. তবেদ; পৃ. -৩০

কৃপা ছিল সবচেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে জগদ্বন্ধু সুন্দরের চিন্তাধারা ছিলো সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা। জগদ্বন্ধু সুন্দর কোনো বক্তৃতার মাধ্যমে বা পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমে তার কোনো মহিমা প্রচার করেননি, তৎকালীন ১৮৯১-৯২ খ্রিষ্টাব্দে 'আবকারী'[১৬] নামক এক পত্রিকায় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বুনা জাতিকে মনুষ্যত্ব পদবাচ্যে উন্নীত করেছেন এই মর্মে এক সংবাদ প্রচারিত হয়। ফলে সারা ভারতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমগ্র মানবগোষ্ঠী একটি জাতি, আর তার নাম নর জাতি। মানবজাতির ধর্ম মানবতা।

৩.১. বাংলাদেশে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর: তৎকালীন ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে বুনো বাগদি, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, এই সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজে উপেক্ষিত, অস্পৃশ্য ও অবহেলিত ছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ সাহেবের নীলকরগণ এই বুনো বাগদি এবং সাঁওতালদের আমদানি করে এনেছিল সাঁওতাল পরগনা থেকে, নীলকরগণ তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। বুনোবাগদি, সাঁওতালরা রাস্তাঘাট, ভীত বেঁধে এবং শূকর মেরে জীবিকা নির্বাহ করতো। এই বুনোবাগদি ও সাঁওতালদের বলপূর্বক খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রিষ্টানপাদ্রী এবং ধর্মযাযকরা সেইসময়ে প্রবল চেষ্টা চালিয়েছিল, এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই সংবাদ শোনার পরেও জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজের কেউ তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি নিম্নশ্রেনির সম্প্রদায়ের জনগণকে স্বাধীন ভাবে বাঁচার এবং স্বাধীন ভাবে ধর্মাচারণ করার জন্য। প্রভু জগদ্বন্ধু, এই সংবাদ শোনা মাত্রই প্রভুর করুণার দৃষ্টি পড়েছিলো সেই ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী বুনোবাগদি, সাঁওতালদের উপর। করুনাময় প্রভুর প্রাণ সেদিন কেঁদে উঠেছিল ঐ বুনোবাগদি, সাঁওতালদের জন্য। প্রভু জগদ্বন্ধু ব্যাকুল হয়ে বুনো বাগদিদের মোড়ল রজনী সর্দারকে ডেকে এনে স্বস্নেহে তার বক্ষে জড়িয়ে ধরেছিলেন, "রজনী এসেছো ! রজনী এসেছো!"[১৭] বলে, এরপর বুনো সর্দার রজনী প্রভুকে বলেন, "আমরা নীচু জাতের, সবাই আমাদের তুচ্ছ করে, তুমি আমাকে বুকে জড়ালে" প্রভু জগদ্বন্ধু এই কাথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, "মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচু নেই। সবাই ঈশ্বরের সন্তান। জাতি বা বর্ণের ভেদ নেই। মানুষের মর্যাদা তার গুণ ও কর্মে। তোমরা শ্রীহরির দাস। আজ থেকে তোমার নাম হরিদাস মোহন্ত।"প্রভুর কৃপায় হরিদাস মোহন্ত শীঘ্রই বিখ্যাত পদকীর্তনীয়া হয়ে ওঠেন। প্রভু বুনোসর্দার রজনীকে স্নেহভরে বলেছিলেন –"রজনী, স্মরণ রেখো, তোমরা বুনো জাতের হীন নও। তোমরা শ্রীহরির দাস, আমার অতি প্রিয়জন। সেই নিত্যকালের পরিচয়েই তোমরা আমার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠ। অচিরে সকল দুঃখ তোমাদের ঘুচবে, আজ হতে তুমি আর রজনী বুনো সর্দার নও, তুমি হরিদাস। ভুবন মঙ্গল, হরিনাম করো, সকলে ধন্য হও। আজ থেকে তোমরা আর বুনো নও, তোমরা 'মোহান্ত সম্প্রদায়।"[১৮] জগদ্বন্ধুর নির্দেশের পর থেকে তৎকালীন হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত, অস্পৃশ্য ও অবহেলিত বুনো বাগদি ও সাঁওতালরা রাধাগোবিন্দ মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন করার সুযোগ পেয়েছিলো। প্রভু জগদ্বন্ধু রজনী সর্দারের মধ্যদিয়ে স্থানীয় বুনোবাগদি, সাঁওতালদের এবং সামাজের অন্যান্ন নিম্নশ্রেণীর জনগণকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রভাবিত করেছিলেন। প্রভুর কৃপাবলে অল্পসময় কালের মধ্যেই এই বুনো বাগদিদের মধ্যে মৃদঙ্গবাদক ও কীর্তন গায়কের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার পাশাপাশি চন্দন ও তিলক-কণ্ঠিভূষিত শত শত ভক্ত বৈষ্ণবের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধুসুন্দরের কাছে হিন্দু, মুসলমান, জাতি, ধর্ম, বর্ণবৈষম্য কোনো স্থান পায়নি, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তার কাছে সমভাবাপন্ন ছিল।

---

১৬. কমলকৃষ্ণ।(২০১৫b,নভেম্বর১৬)।আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান–শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। https://sanatandharmatattva.wordpress.com/category/ এবং বন্ধু দাসব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল। (১৯৭১) ।প্রভু জগদ্বন্ধু (১) । শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।, পৃ. -৬৯

১৭. প্রভু জগদ্বন্ধু কথা (২) । (২০০৫) । শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রী শ্রীমহানাম অঙ্গন।, পৃ. -১১

১৮. তবেদ; পৃ. -১১

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের এমন একটি ঘটনার বর্ণনা করা হলো, যেখানে প্রভু জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীসম্প্রদায়ের বৈষম্য ভুলে গিয়ে এক মহামানবের পরিচয় দিয়েছিলেন- একদিন পূর্ণচন্দ্র তার মাতা ও পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বাগানবাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন প্রভুর জন্য সেবার দ্রব্যাদি তৈরি করে। পূর্ণচন্দ্র প্রভুর জন্য তৈরি করে আনা খাবার রমেশচন্দ্রের হাতে দিয়েছিলেন। প্রভু তখন পুকুরের দক্ষিণ চালার বাগানে বসে ছিলেন। রমেশচন্দ্র প্রভুকে জানিয়েছিল 'পূর্ণ খাবার এনেছে' প্রভু এই কথা শোনামাত্রই বালকের মতো পুকুরের দক্ষিণ চালা থেক চলে এসে গৃহে প্রবেশ করে খাবার খেয়েছিলেন। পূর্ণের আনা সব দ্রব্য প্রভু তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করেছিলেন প্রভু। ভোগ গ্রহান্তরে প্রভু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পূর্ণ এসব জিনিস কেমন করে এনেছে? রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, "গাড়ি করিয়া" । প্রভু পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গাড়ি হিন্দু না মুসলমানের? রমেশচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, প্রভু-ঢাকায় আবার হিন্দু গাড়ি কোথায় পাবে? প্রভু রমেশচন্দ্রের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, বলি, মুসলমানের গাড়িতে খাবার আনতে পূর্ণের সংকোচ হইল না!" রমেশচন্দ্র বললেন, তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণের অন্য কথা আর মনে উঠে না।" সায় দিয়া প্রভু বললেন-তা ঠিক, প্রিয়জনের প্রতি অভিনিবিশেষে অন্য বিষয় আর চিত্তে ঠায় পায় না। আমার কাছে হিন্দু মুসলমান দুই সমান। পূর্ণের কাছেও যে দুই সমান হয়েছে ইহাও ভালো।

৩.২. কলকাতায় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর: ১৩০০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর বৃন্দাবন থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে ফরিদপুরের বুনা জাতির ন্যায় কোলকাতায় রামবাগানের ডোম জাতির সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন প্রভুর প্রতিতোদ্বারণ কার্যসমূহের অন্যতম এক সামাজিক কার্য হিসাবে পরিচিত হয়ে আছেন। প্রভুর আগমনে কলকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুত্র কুমার মুনীন্দ্রদেব বাহাদুর, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরীশঙ্করদে,ফটিক মজুমদার প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী জমিদারগণ ও উচ্চশিক্ষিত সুধীবর্গ গণ প্রভুর কাছে ধুলিধুসরিত ভাবে আবস্থান করিতেন।[১৯] সনাতন হিন্দুধর্ম সেইসময় অস্পৃশ্যতার ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলো। প্রভু এই সময় কোলকাতায় এসে ডোম জাতির এই গ্লানি দূর করার জন্য সংস্কার কার্য আরম্ভ করেছিলেন। প্রভুর এই কাজে সাহায্য করেছিল ঠাকুর অতুলকৃষ্ণ চম্পটি। ঠাকুর অতুলকৃষ্ণ চম্পটি কিছুকাল যাবৎ আরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারী ত্যাগ করে প্রভুর সাথে সমাজ সংস্কারে সাহায্য করেছিলেন।[২০] প্রভুর নির্দেশে ডোমগন আদর্শ হিন্দু জাতীয়তায় উন্নত হয়েছিল। প্রভু অনেক সময় বলতেন, "এবার এই রামবাগান হতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার হবে।"[২১] এই স্থানে প্রভু যে আদর্শের বীজ বপন করেছিলেন, কালক্রমে তা নানা প্রকার জাতীয়জাগরণ মূলক কার্যে পরিণত হয়ে উঠেছিল। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ডোম বালকদের বলতেন "ওদের সাক্ষাৎ ব্রজবালক বলে মনে করবি।"[২২] প্রভু ডোম নারীদের বৃন্দাবনের গোপীদের সাথে তুলনা করে বলতেন– "ওদের ঘরে নিত্য মাধুকরী করবি।"[২৩] প্রভু সমাজে পিছিয়ে পড়া অস্পৃশ্যদের সম্মান জ্ঞাপনের মাধ্যমে তার সমাজ সংস্কারের দিকটি ভীষণ ভাবে আলোড়িত হয়েছিল এটা বলার আর অপেক্ষা রাখেনা। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ডোমপল্লী বাসীদের 'ব্রজনন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।[২৪] প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর ছিলেন সহিষ্ণুতা এবং মানবতার প্রতীক, একটি ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা

---

১৯. বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল। (১৯৭১) ।প্রভু জগদ্বন্ধু (১) । শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।, পৃ. -১০৩

২০. তবেদ; পৃ. -১০৩, ১০৪

২১. তবেদ; পৃ. – ১০৪

২২. বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল। (১৯৭১) ।প্রভু জগদ্বন্ধু (১) । শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।, পৃ. -১০৪

২৩. তবেদ; পৃ. – ১০৪

২৪. https://shreyo-onneysha.blogspot.com/2013/06/blog-post_9.html

হলো এই গবেষণা পত্রে- প্রভু কোলকাতার রামবাগানে অবস্থান কালে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক এবং পাদ্রীসাহেবরা কোলকাতায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে হিন্দুধর্ম তথা হিন্দুদের দেবদেবীর উপর অসংগত আক্রমণমূলক বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতা সহ্য করতে না পেড়ে চম্পটী মহাশয় "A Key to the Missonary"[২৫] নামদিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। ঐ পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছিল, পাদ্রীগণ কীভাবে কলকাতার হিন্দু নাগরিকদের প্রাণে ব্যথার সৃষ্টি করেছিল হিন্দু বিরোধী প্রচার কার্যের মাধ্যমে এবং এই পুস্তকের একখণ্ড তৎকালীন পাদ্রিদের মুখপাত্র শ্রীরামপুরের ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং চম্পটী মহাশয় একখানা পত্রের দ্বারা ম্যাকডোনাল্ডকে জানিয়েছিলেন পাদ্রীগণ কীভাবে হিন্দু নাগরিকদের প্রাণে ব্যথার সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনা শোনা মাত্রই প্রভু মন্দিরের অভ্যন্তর হতে বলে উঠেছিলেন- "অতুল, ইংরেজকে কি চিঠি লিখে উত্তেজিত করতে আছে?" চম্পটী মহাশয় উত্তর দিলেন, "উনি তো পাদ্রী।" প্রভু এই কথা শুনে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "পাদ্রী! ওরা কি তোদের মত দু-হাত দু-পায়াওলা মানুষ! অসুর। অসুরকে উত্তেজিত করলে সমস্ত পৃথিবী হলাহলে আচ্ছন্ন করে দেবে। কিন্তু অসুরকে বশ করে কাজ করিয়ে নেবার শক্তি তো কারো নাই। সে শক্তি আমার, কেন না, আমি ওদের weak points জানি।"[২৬] কিছুক্ষণ থামিয়া প্রভু পুনরায় বলেছিলেন, ইংরেজ তোদের জগন্নাথ-পুরী যাবার রেলগাড়ি করে দিয়েছে, পাবনা, ফরিদপুরে আসার রেলগাড়ি করে দিয়েছে রেলগাড়িতে তোরা এত সকালে আমার কাছে আসতে পারিস। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর, পাদ্রিদের প্রতি প্রতিবাদ না করে এক মহামানবতার এবং সহিষ্ণুতার ধর্মের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ছাত্রদের ভবিষ্যতে আদর্শ জীবন গঠনে উৎসাহিত করতেন, তিনি অনেক উদভ্রান্ত যুবককে ভরসা দিয়ে বলিতেন- "পাপই ঘৃণ্য, পাপী নহে। গভীর পাপপঙ্কে পতিত জনেরও নৈরাশ্যের কারণ নাই। নিজেকে সদা পাপী পাপী বলিয়া হতাশ হইতে নাই। সব ভুলিয়া নাম করিতে হয়"।[২৭]

"ক্ষমা, দয়া, ধর্মদান উদ্ধার বিধান।"
"শূন্য থাকিও না, সদা স্মরণ বই।।"

কলিকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময়ে প্রভুর নির্দেশে ডোম-ভক্তদের উদ্যোগে বিরাট এক কীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়েছিল। তখনকার বড়লাট লর্ড কার্জন উন্মুক্ত শিরে ও পদব্রজে নামিয়া আসিয়া ঐ মহাকীর্তনকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[২৮] ইহা থেকে প্রভুর সামাজিকতার দিকটি ফুটেউঠে।

৪. বৈষ্ণব দর্শনে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান:

৪.১. ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামটে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লিলা:- প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর বাংলাদেশের ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামটে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা আষাঢ় মাসের ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৮৯৯ সালে)[২৯] রথযাত্রা উৎসবের দিনে। শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছিলেন ফরিদপুর গোয়ালচামটের শ্রী রামসুন্দর ও শ্রী রাম কুমারমুদি। বাংলাদেশের ফরিদপুর শহরে গোয়ালচামটে রামসুন্দর ও রামকুমার মুদির দান করা জমিতে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর কুঞ্জবিহারীকে আদেশ করে বলেছিলেন, "আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তুমি চার ভিটায় চারখানা ঘর তুলবে। আমি তোমাকে টাকা দিব" এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই প্রভু কলিকাতায় গিয়ে কুঞ্জবিহারীর নামে ৪০ টাকার

---

২৫. বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল। (১৯৭১) ।প্রভু জগদ্বন্ধু (১) । শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।, পৃ. -১০৭

২৬. তবেদ; পৃ. – ১০৭, ১০৮

২৭. সরকার শ্রীপ্রফুল্ল কুমার। (২০১৩) । প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর (৩) । শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন।, পৃ. -২, ৩

২৮. সরকার শ্রীপ্রফুল্ল কুমার। (২০১৩) । প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর (৩) । শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন।, পৃ. -২, ৩

২৯. ইবতশধক্ষত ঋবষড়ব, গ. (১৯৬৫). কঐউউ অগঈ ঋউঅইএঐগঋ ঘউ জক্ষভ জক্ষভ ঙক্ষতথবয় ওতফতথধতশধবয় (২শধ নধ).খতবতয়ধধবতক্ষতল ঋক্ষতশঢ়বতরতঁত,ঙ-৫

মানিঅর্ডার করেছিলেন।[৩০] কুঞ্জবিহারী যথারীতি প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করেছিলেন। শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন ধীরে ধীরে মহানাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন বাংলাদেশে হিন্দু মহানাম সম্প্রদায়ের একটি আশ্রম হিসাবে পরিচিত লাভ করতে শুরু করে। এই আশ্রমটি বাংলাদেশের হিন্দু মহানাম সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত লাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধরের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৮ জন আশ্রমবাসীকে ধর্মীয় প্রার্থনা করার সময় হত্যা করেছিল এবং আশ্রমটিতে ব্যাপক ধ্বংস লীলা চালিয়েছিল। এই আশ্রমটিতে প্রতিবছর জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান জাক জমকের সাথে পালন করা হয়। এখানে একটি রথ যাত্রা উৎসবের আয়োজনও করা হয়। এর ফলে যশোর, ফরিদপুর, বরিশালে হরিনাম কীর্তনের প্রবল জনজাগরন শুরু হয়। জগদ্বন্ধুসুন্দর এসেছিলেন জীবের তরে মঙ্গল কামনার জন্য। প্রভু জগদ্বন্ধু হারিনাম সংকীর্তন সম্পর্কে বলেছিলেন- "আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক্। তোমাদের মঙ্গল হউক। তা হ'লেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে নাও, আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই"।[৩১] প্রভু নিজের পরিচয়ে একস্থানে লিখেছিলেন আমি একজন চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র।, ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে যে লক্ষণ ছিল, তাহা আমাতে আছে। "তাঁহার মধ্যে ভগবত্তার যে যে লক্ষণ ছিল, তাহার কয়েকটি আলোচনা করছি। তাঁহার বক্ষে ভৃগুপদ চিহ্ন ছিল। একদিন দিদি গোলোকমণি দেবী বন্ধু সুন্দরের শ্রীঅঙ্গের কাপড় খুলিয়া তৈল মাখাইতে যাইয়া ইহা দর্শন করেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হন। তিনি জগদ্বন্ধুর কাছে জানতে চান "ওটি কীসের দাগ?" প্রভু বন্ধুহরি বলিলেন– "দিদি, এই জন্যই তো বুকের কাপড় খুলি না। ইহাকে ভৃগুপদচিহ্ন কহে। ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আছে।"[৩২] প্রভু শ্রী অঙ্গন-রজে: দিগম্বর বেশে শয়ন করে বাহু উপাধানে মস্তক রেখে উর্দ্ধনেত্রে ভাব বিহ্বল ভাবে দুই তিন ঘণ্টাকাল চাঁদের পানে চেয়ে প্রভু বলেছিলেন– "হেলায়, শ্রদ্ধায় যে-কোনো প্রকারে নাম করবি। হরিনামের শক্তিতে অসাধ্য সাধন হয়। এটি ঘোর প্রলয় কাল। এ যুগে হরিনাম কীর্তন ছাড়া সৃষ্টিরক্ষার আর কোনই উপায় নাই। এবার মানুষ তো মানুষ, দেখবি, রাস্তার ইট পাটখেল পর্যন্ত হরিনামে নৃত্য করবে। হরিনামে, প্রেমে ধরা টলমল করবে"।[৩৩]

৪.২. প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের গম্ভীরা লীলা: প্রভু দীর্ঘাকৃতি চারিহস্ত পুরুষ ছিলেন, এই কথা প্রভু তার 'চন্দ্রপাত' গ্রন্থে ও মহাকীর্তনের মধ্যে আত্মপরিচয়ে লিখেছিলেন। এক ভক্ত প্রভুর মাথার উপর দেখতে পেয়েছিলো একটা বিরাট সাপ সমস্ত কেশরাশি জরিয়ে ফণা বিস্তার করে রয়েছে। ভক্তদের মনোভাব লক্ষ্য করে প্রভু বলেছিলেন, আমার মাথার উপরে যেন জীব হত্যা না হয়। ভক্তদের মধ্যে একজন কিছুটা কাপড় জরিয়ে নিয়ে অতি সাবধানে সাপটিকে ধরে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। সর্পটি ভূমিতে পরে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছিল। অনন্তময়ের লীলা কে বুঝিবে! ভগবান যখন মানুষ হইয়া আসেন তখন সেখানে যেমনটি প্রয়োজন হয়, তেমনি লীলা করেন। কখনও ভক্ত, আবার কখনও ভগবান বেশে, আবার কখনও সাধারণ মানুষ হইতেও সাধারণ অবস্থায় লীলা করেন। শূকর ভোজী বুনো-বাগ্দিদের, প্রতি সেই সময় কালে কেউ ফিরে তাকায়নি। প্রভু হরিনাম দিয়ে প্রেমের প্লাবনে তাদেরকে আপন করে নিয়েছিলেন। প্রভু রজনীকে বুনো জাতী সম্প্রদায়ের সর্দার হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তার হরিনাম প্রেমের প্লাবন দ্বারা বুনোজাতী এবং বনবাসী মানুষদের আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি রজনী নামের এক বুনো সর্দারের নাম পরিবর্তন করে 'হরিদাস মোহন্ত' রেখেছিলেন

---

৩০. বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল।(১৯৭১)।প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।,পৃ. -১৩৭

৩১. তবেদ; পৃ.- ৩২, ৩৩

৩২. মিঠুন রায়। (২০২৩, এপ্রিল ২৯)। হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু। https://jagarantripura.com/2023/04/29/haripurush-prabhu-jagadabandhu/

৩৩. বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল।(১৯৭১) ।প্রভু জগদ্বন্ধু (১) । শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।,পৃ. -১৩৮, ১৩৯

এবং তাদের সম্প্রদায়ের নাম দিয়েছিলেন 'মোহন্ত সম্প্রদায়'। লীলাময়ের এই রহস্যময় লীলা অপরিসীম। প্রভু হরিনামকে বলেছিলেন কল্যাণের বিধান। আমরা মানব কল্যাণ চাই, সুখ চাই, শান্তি চাই, কিন্তু কিসে এই শান্তি পাওয়া যাবে তা আমাদের অজানা। প্রভু বলেছিলেন, একমাত্র হরি নামের মাধ্যমেই মানব জাতির কল্যাণ ও শান্তি আসবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে হিন্দু সম্প্রদায় মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র সম্প্রসারনে এমন এক সংকটকালীন সময়ে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সহজ সরল ভাষায় প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের এবং শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের সুমধুর লীলা কথা অভিনব ছন্দে ও রাগ-রাগিণীতে পদাবলির বিভিন্ন পদ রচনা করেছিলেন নাম সংকীর্তনের জন্য। ঠাকুরের কীর্তনীয়া গোপাল মিত্র প্রভু বন্ধুসুন্দরের কীর্তন গান প্রচারে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রভু নিজেই তার রচনায় সুর দিয়েছিলেন। হরিনাম প্রচার দয়াল বন্ধুহরির মূল উদ্দেশ্য ছিল। হরিনাম প্রচারের জন্য তিনি সাতটি সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন। ১৯০২ সনে প্রভু ষোলো বছর আট মাস মহাগম্ভীরায় ছিলেন। মৌন ভঙ্গের পর ১৯২১ সালে আশ্বিন মাসে তিনি লীলা সংবরণ করেছিলেন।

৪.৩. প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের হরিপুরুষ তত্ত্ব: শ্রীশ্রী পুরুষোত্তম প্রেমাবতারের ঠাকুর, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের তত্ত্ব ও লীলা কাহানি তার লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীমৎ গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী তার "শ্রীশ্রী বন্ধু লীলাতরঙ্গিনী" মহাগ্রন্থের দশম খণ্ডে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। মহানাম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও আচার্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী এবং শ্রীমন মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর দ্বারা লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে প্রভু সুন্দরের তত্ত্ব ও লীলা কাহানি বর্ণনা আছে। শ্রীমন মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী কর্তৃক প্রণীত "শ্রীশ্রী বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী" গ্রন্থের প্রতি খণ্ড কে ১০০ টি শ্লোকে রূপায়িত করে মোট ১০০০ টি শ্লোকে "শ্রীশ্রী বন্ধুলীলামাধুরী" গ্রন্থে হরিপুরুষ জগদ্বন্ধুর লীলা কাহিনি অতিসুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে, নিত্যধামগত লীলা প্রকাশ ব্রহ্মচারী তিনখণ্ড "শ্রীশ্রী বন্ধুলীলাসুধানিধি" গ্রন্থে পয়ার ছন্দে প্রভুসুন্দরের তত্ত্ব ও লীলাকাহানী অতি সুন্দর ভাবে ব্যাক্ত করেছেন। প্রভু সুন্দরের স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলিতে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব শ্রীগৌর তত্ত্বকে নতুনভাবে সজ্জিত করেছেন এবং নিজের "অনন্তানন্তময়" তত্ত্বও ব্যাক্ত করেছিলেন- প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর লিখেছিলেন, "অনাদির আদি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। এই দুই লীলার সর্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। আমি সেই রে সেই, জানলি? আমি একক সর্বসমষ্টি" । "The Lila Combination of all things"[৩৪] "হরিনাম- প্রভু জগদ্বন্ধু", আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের Ambrosia বা অমৃত; সুতরাং Universal বা সর্বময়," "আমিই পৃথিবীর কেন্দ্র", তোদের মত রজঃবীর্যে আমার জন্ম নয়, আমি অযোনীসম্ভব"[৩৫] .... ইত্যাদি। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের প্রকটলীলার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকর শ্রীপাদ্ মহেন্দ্রজী প্রভুকে কেন্দ্র করে জগদ্বন্ধু সুন্দরের তত্ত্ব, বাণী ও নাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবৃন্দ মিলে "মহানাম সম্প্রদায়"[৩৬] নামে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। এই মহানাম সম্প্রদায়ের সেবকগণ দেশজুড়ে মহানাম প্রচার কার্যে ব্যস্ত আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেমন 'তারকব্রহ্ম' মহানাম প্রচার করেছিলেন তেমনি জগদ্বন্ধুসুন্দর একটি 'মহানাম' সংকীর্তন নামে লিপিবদ্ধ করে

---

৩৪. দাস যতিবিনোদ। (২০১৫)। হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু তত্ত্ব (৪)। শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন।, পৃ.-৯

৩৫. তবেদ; পৃ. – ৯

৩৬. তবেদ; পৃ. – ৫৭

সেটিকে তিনি মহানাম নামে প্রচার করেছিলেন। এই 'মহানাম' প্রভুর উপাসনাকারীদের দ্বারা সদা কীর্তনীয় হয়।-

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীট-পতন।
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)।।"[৩৭]

এই মহানাম সম্প্রদায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দ হতে ১৩২৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন নগর-পল্লিতে এবং সুদূর পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রভুর মহা উদ্ধারণ লীলা এবং হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেছে।

প্রভু জগদ্বন্ধু নিজেকে তিনি 'হরি-পুরুষ' বলেছেন। এই হরিপুরুষই বৈষ্ণবদের সাধন কার্যের মূল ধন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

"বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়।।"[৩৮]

বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আনুগত্যে বিভিন্ন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো এই গবেষণা পত্রে- (১). ঢাকা শহরে অবস্থিত হাটখোলা রোডে 'জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ', (২). ময়মনসিংহ শহরে "বৈলর হাউজ" এ অবস্থিত "শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম", (৩). যশোর জেলায় ফুলবদিনা গ্রামে অবস্থিত 'শ্রীশ্রীবন্ধু হরিশচন্দ্র কুটির'; (৪). ময়মনসিংহ জিলার বারহাট্টা বাজারে অবস্থিত "শ্রীশ্রী মদন মোহন সেবাঙ্গন", (৫). ময়মনসিংহ জিলার শ্যামগঞ্জ বাজারে অবস্থিত 'শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম' (৬). প্রভু সুন্দরের আবির্ভাব স্থল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় 'ডাহাপাড়া ধাম' এবং (৭). পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ধামের পোড়ামাতলায় অবস্থিত 'মহানাম মঠ' এই মঠ এবং মন্দিরে প্রহরব্যাপী এবং বিভিন্ন তিথিতে তারক ব্রহ্ম মহানাম সংকীর্তন হয়, এবং বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা হয় সর্বক্ষণ। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সর্বদা বলতেন- "চৈতন্য লাভ করো, নৈষ্টিক হও, ধর্মে জয়যুক্ত রও; আত্মসংযমই আত্মরক্ষা, সদা পবিত্রতা, সদা নিষ্ঠা থাকো, নিষ্ঠাই আরোগ্য। অনিষ্ঠাই ব্যাধি ও মৃত্যু, কারো বাতাস গায় লাগতে দেবে না। নৈষ্ঠিক হলে কেউ তার কাজে বাধা দিতে পারে না। বৃথা কথা বলো না। বৃথা বাক্যব্যয়ই দুর্ভাগ্য। কথোপকথনকে কলহ কহে। নিজেকে বড়ো জ্ঞান করিও, তা নইলে কদাচ কিছু করিতে পারিবে না। স্বপদে ও প্রতিষ্ঠায় থাকিও। শরীর, মন ও প্রাণ দ্বারা ধর্মকে রক্ষা করা উচিত। ধর্ম রক্ষা করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু বা যে কোণ প্রকারের বিপদ হয়, সেও ভালো। কারণ ধর্মই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা ও পরম ধন।।"[৩৯] "আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক্। তোমাদের মঙ্গল হউক। তা হলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম করে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে নাও, আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই।।"[৪০]

৪.৪. প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের স্বরচিত গ্রন্থ এবং পদাবলীর বিভিন্ন পদের বর্ণনা:

---

৩৭ . তবেদ; পৃ. – ৬৬

৩৮ . ঘোষ ড. রবীন্দ্রনাথ। (২০২৫)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান (বৈষ্ণব সাহিত্যে ও দর্শনে)। দয়ালবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।, পৃ. – ৫

৩৯. বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল।(১৯৭১)।প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।,পৃ.-৩১

৪০. তবেদ; পৃ. – ৩২, ৩৩

শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাঁর ১৬ বছর ৮ মাস ব্যাপী গম্ভীরা লীলা কালে বৈষ্ণব ধর্মীয় সংগীত ও কীর্তন সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এছাড়াও তিনি সংকীর্তন পদামৃত ও সংকীর্তন পদাবলি রচনা করেছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের স্বরচিত ছয়টি গ্রন্থ হলো- ১। 'শ্রীশ্রী হরিকথা' গ্রন্থে প্রভু বৈষ্ণবীয় কীর্তন ও ভক্তিগীতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, ২। 'শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত' গ্রন্থ প্রভুর অন্যতম একটি মূল্যবান গ্রন্থ, এই গ্রন্থে মহাপ্রলয়ের আগে হরিনামের মহিমা ও প্রস্তুতি, জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলা ও বাণী, এবং মহাকীর্তনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত' গ্রন্থে জগদ্বন্ধুসুন্দর তার অনুসারীদের আধ্যাত্মিক ভাবের কথা তুলে ধরেছেন এবং শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত ভাবনা অংশে প্রভু আধ্যাত্মিকতার কথা বলেছেন।৩। 'ত্রিকাল' গ্রন্থে প্রভু কীর্তন সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করেছেন। 'ত্রিকাল' গ্রন্থে প্রভুর আধ্যাত্মিক ভাব, উপদেশ ও নামধর্মের তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। "ত্রিকাল" এর অর্থ— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; এই ধারণার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা করেছেন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর 'ত্রিকাল' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের মূল বিষয় হল - তিন কালে (অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ) হরিনামের চিরন্তন মাহাত্ম্য, কলিযুগে নামসংকীর্তনই প্রধান ধর্ম, জীবের উদ্ধারের জন্য করুণা ও প্রেমের শিক্ষা গৌরাঙ্গভাব ও সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি। ৪। 'শ্রীসংকীর্তন পদাবলি' প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের স্বরচিত ভক্তিমূলক কীর্তন ও পদসংগ্রহ মূলক একটি গ্রন্থ, এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। প্রভু এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন ব্রজবুলি ও সংস্কৃত শব্দসমৃদ্ধ সহযোগে। এই গ্রন্থে নামসংকীর্তনের মাহাত্ম্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা এবং রাধাকৃষ্ণের লীলারস অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৫। 'শ্রীসংকীর্তন পদামৃত' প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভক্তিমূলক পদসংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামধর্ম ও প্রেমভক্তির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মূল আলোচ্য বিষয় হল- হরিনামের মাহাত্ম্য, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণা, রাধা-কৃষ্ণ প্রেমরস, কলিযুগে নাম সংকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা। ৬। 'উদ্ধারণ' গ্রন্থে প্রভু জগদ্বন্ধু নামসংকীর্তনের মাধ্যমে জীবের পরিত্রাণ বা আধ্যাত্মিকতার উন্নতির পথ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রভু জগদ্বন্ধু 'শ্রীশ্রী হরিকথা' এবং 'চন্দ্রপাত' এই গ্রন্থ দু-খানি রচনা করেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। 'হরিকথা' রচনার কাজ শেষ করেছিলেন পৌষ মাসে। 'শ্রীশ্রী হরিকথা' গ্রন্থ রচনার পর 'চন্দ্রপাত' ও 'ত্রিকাল' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের রচিত গ্রথগুলির মধ্যে শ্রীমতী কীর্তন, শ্রীনাম সংকীর্তন, বিবিধ সংগীত, এই তিনটি গ্রন্থ একত্রিত করে 'সংকীর্তন পদামৃত' নামক একটি গ্রন্থেই প্রকাশিত হয়েছিল। সংকীর্তন পদাবলির অনেক পদ হরিকথা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। আবার সংকীর্তন পদাবলির পদগুলির অনেক আখর হরিকথায় বর্জিত হয়েছে। আবার অনেক নতুন বিষয়ও হরিকথায় স্থান পেয়েছে যা পদাবলির মধ্যে নেই। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর রচিত এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ছন্দোময় গ্রন্থ হলো সংকীর্তন পদামৃত, সংকীর্তন পদাবলি ও হরিকথা। সূত্রময় গ্রন্থ চন্দ্রপাত ও ত্রিকাল। ত্রিকাল গ্রন্থ গাইবার মত নয়, এই গ্রন্থে কতগুলি ইঙ্গিতবহ বাণী বা উপদেশ বর্ণনা আছে। আর চন্দ্রপাত গাইবার মতো গ্রন্থ হলেও এর রসোপলব্ধি সহজ নয়। সংকীর্তন পদামৃতে মোট ১৭৬টি পদ পাওয়া যায়। এই ১৭৬ টি পদের মধ্যে ৮৭টি শ্রীমতী সংকীর্তন, ৬২টি শ্রীনামসংকীর্তন ও ২৫টি বিবিধের অন্তর্ভুক্ত এবং দুটিতে কোনবিভাগের উল্লেখ নেই। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা এবং তার পাশাপাশি তিনি ছিলেন রসবেত্তা ও কবি। তাঁর রচিত ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও তিনি পদাবলির অনেক পদ রচনা করেছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু ১৪ বৎসর বয়সেই পদ রচনা শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের গান করার জন্য পদ রচনা করে দিয়েছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু 'প্রভাতকালীন' পদে 'গৌরাঙ্গলীলা' বিষয়ক, 'বৃন্দাবনলীলা' বিষয়ক এবং নগর বাসীদের প্রতি 'জাগরণ' বিষয়ক পদের বর্ণনা করেছেন। মধ্যাহ্ন কালীন লীলায় গৌরাঙ্গ বিষয়ক (ভোগারত্রিক সহ), অপরাহ্ন কালীন লীলা বিষয়ক পদে বৃন্দাবনলীলার বিষয় বর্ণনা আছে। সায়াহ্নকালীন লীলার পদে ৫ টি করে গৌরাঙ্গ

বিষয়ক ও বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক বর্ণনা আছে তুলসী আরত্রিকসহ। নিশাকালীন লীলার পদে ৯ টি গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও ৭ টি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের বর্ণনা আছে। নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গলে যথাক্রমে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক বিষয়বস্তু বর্ণনা আছে। সপরিকর গৌরচন্দ্র স্মরণ মঙ্গলে গৌরপরিকরদের অবলম্বন করে পদ রচিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গলে 'রাধা ও কৃষ্ণ' বিষয়ক পদ আছে। আবাহন গীতিতে ৪টি মাত্র রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও বাকী ১৬ টি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ আছে। ভজন সংকীর্তনে গৌরাঙ্গ বিষয়ক ৫ টি, বৃন্দাবন বিষয়ক ১০ টি ও শ্রীহরির নাম বিষয়ক ৮ টি পদ আছে। মনঃশিক্ষাতে দেহতত্ত্ব বিষয়ক ৯ টি পদ আছে। স্তোত্রাবলীতে চৈতন্য বিষয়ক ৩টি, নিদ্রার প্রতি ১ টি, নারায়ণ বিষয়ক ১টি এবং বাকিগুলি কৃষ্ণ বিষয়ক পদ আছে। প্রার্থনা বিষয়ক পদ ৪টি রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীহরিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে এবং প্রণতির পদটিও ছিলো রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। প্রভু জগদ্বন্ধুকৃত সংকীর্তন পদাবলীকে শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থের ভূমিকা বলা হয়ে থাকে, কারণ 'সংকীর্তন পদামৃত' গ্রন্থের পদগুলিকে অন্যান্য পদকর্তাদের মতো পদ বলে বিবেচিত করা হয়। কিন্তু 'সংকীর্তন পদাবলি' কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, দীর্ঘ একটি পদের দ্বারা একটি পালা রচনা করেছেন প্রভু এবং পালার শেষে ভণিতা দিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে পালার নামকরণও প্রভু নিজেই করেছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁর হরিকথা গ্রন্থে কিছু পালা রচনা করেছিলেন যা তার অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে প্রভু তার স্বরচিত গ্রন্থের মধ্যে হরিকথা গ্রন্থকেই যে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর কেবল পদকর্তা বা গীতিকবিই ছিলেন না, তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, উপদেশাবলি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের ভান্ডারকে এক নতুন ভাবে সংযোজন করেছেন। প্রভু তার রচনায় বিভিন্ন মূল্যবান নীতিকথা, ধর্মের অতি গূঢ়তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন যা বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে অপূর্ব সম্পদ এবং বিস্ময়কর তত্ত্ব ভাণ্ডার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রভু তার উপদেশগুলি পত্রাকারেই লিখেছিলেন। প্রভুর রচিত পত্রাবলীর এবং উপদেশাবলীর কয়েকটি এই গবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হলো যা জীবের ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় বিষয় হিসাবে কাজ করে। ব্রহ্মচর্য সকলের জীবনেই প্রয়োজন। যার জন্য প্রাচীন যুগে মানব জীবনকে চার ভাগ করা হয়েছিল যেমন- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রথমভাগে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত যা ওজঃশক্তি ধারণ করতে সাহায্য করে থাকে। প্রভু জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে বলেছেন- "ব্রহ্মচর্য করিও করাইও। তোমরা রাত্রি পাঁচদন্ড থাকতে শয্যা ত্যাগ করবে। শৌচাদি ও দন্তধাবন করে ব্রহ্মমুহূর্তে প্রাতঃস্নান করো। প্রভাতি কীর্তন করো। শিশ্ন ঊর্ধ্ব করে কৌপীন পরো। কৌপীন পরলে নিদ্রাবিকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বিছানা, বালিশ, পাদুকা, আসন প্রভৃতি কারো ব্যবহারের জিনিস কদাপি ব্যবহার করো না। সর্বতো ভাবে বপুরক্ষা করো, কল্যাণ হবে। কেহ আমিষ খাইও না। খাদ্য বিচার সদা করো। ভোজনই ব্যাধি। উদর ভরিও না ক্ষুধা বই।"[৪১]

'প্রকট রহস্য' হলো প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অমৃতবাণী ও উপদেশ সম্বলিত একটি বিশেষ গ্রন্থ, এই গ্রন্থটি শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দরের আধ্যাত্মিক উপদেশ ও জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে থাকে। এই গ্রন্থটিতে প্রভু জগদ্বন্ধুর তাঁর প্রাকৃত লীলা বা জীবনের রহস্যময় দিকগুলো তুলে ধরেছিলেন। এই 'প্রকট রহস্যে' গ্রন্থে প্রভু পঞ্চতত্ত্বের এক এক তত্ত্বে আবার পাঁচটি করে তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন[৪২], তা উল্লেখ করাহলো–

শ্রীগৌরাঙ্গ= রাধা, শ্যাম, বীরা, কুন্দ, ললিতা।

---

৪১. ঘোষ ড. রবীন্দ্রনাথ। (২০২৫)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান (বৈষ্ণব সাহিত্যে ও দর্শনে)। দয়ালবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।, পৃ.-৬১

৪২ . তবেদ; পৃ. – ৬৭

নিত্যানন্দ= শৈব্যা, চন্দ্রাবলী, লক্ষ্মী, মঞ্জু, সরস্বতী।
অদ্বৈত= রজঃরাণী, বনদেবী, প্রেমমঞ্জুরী, পৌর্ণমাসী, বিশাখা।
শ্রীবাস= যমুনা, মুরলী, ধরা, মাধবী, মালতী।
গদাধর= শ্যামাসখী, তুঙ্গবিদ্যা, শ্রীরূপমঞ্জুরী, শারি, কেকী।

শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর পদ এবং পদাবলীর কাব্যজগতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন যা বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায় মানুষের কাছে হরিনাম সংকীর্তন প্রচারে এক অনবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই গবেষণা পত্রে প্রভুর স্বরচিত কিছু পদের উল্লেখ করাহলো, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট দ্বারা প্রকাশিত "সংকীর্তন-পদাবলী" (নবভাবে সজ্জিত) গ্রন্থের মাধ্যমে –

১। লয়ে স্বীয় সাঙ্গোপাঙ্গ, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ
হরিনামে নদীয়া মাতায়।
(ন'দে মাতাইল রে) (দিবানিশি হরিনামে)
(নামের নাহি বিরাম) (ঢালে সুধা অবিরাম)
(পবিত্র হইল ধাম)
বামে জাহ্নবী-কল্লোল, যুগল নামের রোল,
সুনীল অম্বর ভেদি' ধায়।।... ইত্যাদি (শ্রীশ্রী গৌররূপ বর্ণন পদ, পৃষ্ঠা -১৯)

২। ভ্রমর কুঞ্চিত কেশ, কিবা সুমধুর বেশ,
মোহনচূড়া বামেতে হেলায়।
(চূড়া বামে যে হেলে রে) (হেলে' কৃষ্ণের বদন দেখে)
(কৃষ্ণের চারুমুখ দেখবে বলে')
চরণে চরণ দিয়ে, অধরে বেণু লইয়ে,
ঢল ঢল পথপানে চায়।।... ইত্যাদি (শ্রীশ্রী কৃষ্ণ-রূপানুরাগ পদ, পৃ: -২২)

৩। তিলফুল-নাসিকা কুঞ্চিত কেশদাম।
চূড়াতে ময়ূরপাখা লেখা রাধানাম।।
(কিবা শিখি পাখা গো) (বামভাগে হেলে আছে)
(কৃষ্ণের চরণপানে চেয়ে আছে)
(তাহে, রাধা নাম লেখা আছে)... ইত্যাদি (শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনা পদ, পৃ: -২৩)

৪। রাধার বরণ হার নেহারে সঘনে।
(ঘন নেহারে) (চম্পকফুলের মালা)
(ও সেই, রাধার বরণ মালা)
(গোরার, বাড়িল বিরহজ্বালা)
গুপত গৌরাঙ্গলীলা জগদ্বন্ধু ভণে।
-("সুবল মিলন"-তথা হয়- "গৌরচন্দ্র" পদ, পৃ: -২৯)

৫। আপনা পাসরে রাধা, না মানিছে কারো বাধা
অন্য মনে সাজে সীমন্তিনী।
চরণে স্বর্ণের বালা, কটিতে মুক্তার মালা,
গলে ধনী বাঁধিল কিঙ্কিণী।।

নুপুর পরিল হাতে, বঙ্কমল দিল তাতে,
নাসিকাতে মকর কুণ্ডল।
শ্রবণে, বেশর পরে, কজ্জল চারু অধরে,
চক্ষে বহে প্রেম অশ্রুজল।। (অভিসার পদ, পৃ:-৫১)

৬। সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ কৃপায়।
দাস জগদ্বন্ধু যেন গোপীদেহ পায় রে।।
(আমায় দয়া কর) (সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ)
(ব্রজের গোপিনীগণ) (ব্রজের ভক্তগণ)
(প্রাণের গৌর ভক্তগণ),- পার্থনা পদ, পৃ: -১০৩

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বৈষ্ণব ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বরচিত কিছু কিছু নতুন তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যমে বৈষ্ণব সাহিত্যের, বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের ভান্ডারকে সমবৃদ্ধ করেছে, যা বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রসারণে নবজাগরণ ঘটিয়েছে। প্রভু বিরহকে অবলম্বন করে সংকীর্তন পদাবলীতে এবং পরে শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থে বিভিন্ন পদের রচনা করেছেন। বিরহের মাধ্যমে কোথায় এবং কীভাবে রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গে পরিণত হয়েছেন তা বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও পদাবলি সাহিত্যে ইঙ্গিতমুখী হয়ে আছে।

৪.৫. প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের স্বরচিত বাণীর প্রাসঙ্গিকতা:

প্রভুর বাণীর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা আজও বর্তমান সময়কালে অম্লান ও অপূরণীয়। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বর্তমান সময়ে, যখন বিশ্ব জুড়ে চারিদিকে হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, সামাজিক অবক্ষয় বেড়ে চলেছে, তখন প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের বাণী মানব জাতির কাছে এক পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। প্রভু বলেছিলেন, "নিজেকে জানো, অন্যকে ভালোবাসো, ঈশ্বর আপনিই ধরা দেবেন।" প্রভুর এই সরল অথচ গভীর উপলব্ধি মানুষকে আত্মোন্নতির পথে এগিয়ে নিতে পারে। প্রভুর কিছু বাণী এই গবেষণা পত্রে আলোকপাত করা হলো- "কারো মুখের দিকে চাহিবে না। মাটির দিকে চেয়ে পথ চলো। বাকসংযত মৌন হও। ক্রোধ, মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় জনমের মত ছাড়িও। মন স্বভাবতই চঞ্চল তাহাকে কদাপি প্রশ্রয় দিও না। আলস্য চিরত্যাগ করে শরীর সর্বতোভাবে রক্ষা করবে। বৃথা কথা বলো না। বৃথা বাক্য ব্যয়ই দুর্ভাগ্য। নিম্ব, তুলসী, বিল্বপত্র ভক্ষণ করিও। স্বাস্থ্য রহিবে। গুরুভাই, বৈষ্ণব, গোস্বামী, ভক্তনৈষ্ঠিক, ধার্মিক, সাধু, জ্ঞানী- ইতি ইষ্টগোষ্ঠী। পিতামাতার অন্তরে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করেও শান্তি পায় না। পরচর্চা কদাপি অন্তরে স্থান দিও না।"[৪৩]

"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও। কৃষ্ণ আবাহন করিও। কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চিও, ডাকিও, কাঁদিও, জপিও, সেবিও, বাসিও, আপন করিও। লক্ষণে মানুষ চিনে নিও ও তদ্রূপ ব্যবহার করিও, করাইও, স্বাধীন থাকিও। দুষ্ট দমন করিও।"[৪৪] মানব জাতী সকলেই সংসারী জীব, সর্বদাই কর্মব্যস্ত থাকে। একমনে একাকী বসে সাধন করার জন্য সংসারী মানুষের সময় নেই। মানুষ কাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে যদি স্মরণ করে তাহলে ঈশ্বরলাভ করা

৪৩. ঘোষ ড. রবীন্দ্রনাথ। (২০২৫)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান (বৈষ্ণব সাহিত্যে ও দর্শনে)। দয়ালবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।, পৃ.-৬১

৪৪. তবেদ; পৃ. – ৬১

যায়। আর যদি মানুষ ঈশ্বরকে চিনে নিয়ে তার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করে, আর সেটাই হবে মানব জাতির একমাত্র কর্তব্য। কারও অধীনে না থেকে দুষ্টদের কাজের প্রতিবাদ করা এবং সম্ভব হলে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো মানবজাতির একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত তাহলে আমাদের এই পৃথিবীতে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, এই বার্তা প্রভু সুন্দর মানব জাতিকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তার বাণীর মাধ্যমে।

> "সব স্থানে নিঃসংকোচে যেয়ে কথা কহিও; স্বাধীন থাকিও, স্বপদে
> প্রতিষ্ঠায় থাকিও। কেহই বৃথা সময় নষ্ট করিও না।"[৪৫]

এখানে প্রভু তার এই বাণীর মাধ্যমে মানব জাতিকে নিজের মধ্যে, স্থির থাকার উপদেশ দিয়েছেন এবং স্বপদে প্রতিষ্ঠায় থাকিও এই কথার অর্থ নিজেকে জাহির করা নয়। মানব জাতি হিসাবে যার যে কর্তব্য তা ঠিকমতো পালন করার কথাই প্রভু তার বাণীতে বলেছেন।

> "জীব হিংসায় মানুষের উন্নতি কোনদিনই হয় না, হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট। তোমরা
> কাহাকেও আঘাত করো না। জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস। জীবদেহে আঘাত করলে
> নিত্যানন্দকে আঘাত করা হয়।।"[৪৬]

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এই বাণীর মাধ্যমে অহিংসা পরম ধর্ম এবং জীবপ্রেমের বার্তা দিয়েছিলেন মানব জাতীর কাছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে "প্রতি জীব চিৎকণা ঈশ্বরের অংশ"[৪৭] অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালোবাসতে গেলে জীবকে ভালোবাসতে হবে।

৫. প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যে সব বরেণ্য মনীষীগণের অনুভূতি গ্রহণ করেছিলেন:

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যে সব বরেণ্য মনীষীগণের অনুভূতি গ্রহণ করেছিলেন, ইহার কিছু বর্ণনা এইগবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হোল যার মাধ্যমে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারত বর্ষ তথা তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শন বিস্তারে এক অনবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমান পাওয়া যায়। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের সমকালীন যে সব বরেণ্য মনীষীগণের অনুভূতি গ্রহণ করেছিলেন, তা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, যতিবিনোদ দাস রচিত 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু তত্ত্ব' গ্রন্থে। শিশু সাহিত্যিক কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু' নামক গ্রন্থেও ইহার বর্ণনা করেছেন, যেমন- 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কনফারেন্স উপলক্ষ্যে ফরিদপুরে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীজি প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রণতি জানাবার জন্য করজোড়ে এই অঙ্গনেই উপস্থিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারত হতে নিরুদ্দেশ হওয়ার পূর্বে শ্রীঅঙ্গনের একটি চালিতা ফল কল্যাণ জনক মনে করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন'। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁদের ভক্তির শেষ অর্ঘ্য দিতে কলিকাতা হতে শ্রীঅঙ্গনে এসেছিলেন'। "শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের ৬ তারিখে কংগ্রেসের কনফারেন্স উপলক্ষ্যে ফরিদপুর শহরে এসেছিলেন এবং 'শ্রীঅঙ্গন'-এ আগমন করে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী বন্ধু হরি সম্বন্ধে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।"[৪৮] সুভাষচন্দ্র বসু যখন লক্ষ্ণৌ বলরামপুর হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় রোগশয্যায় শায়িত এবং তারপর যখন ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্নমেন্টের অনুমোদন অনুসারে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরীতে যান, ভিয়েনা হতে সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীপাদ

---

৪৫. তবেদ; পৃ. – ৬২

৪৬. তবেদ; পৃ. – ৬২

৪৭. তবেদ; পৃ. –৬২

৪৮. দাস যতিবিনোদ। (২০১৫)। হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু তত্ত্ব (৪)। শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন। পৃ. –৩১

মহেন্দ্রজীর সাথে প্রভু ও শ্রীঅঙ্গন সম্বন্ধে পত্রালাপ করেছিলেন। প্রভুসুন্দরের শ্রীমূর্তি, প্রসাদ ও নির্মাল্য ইত্যাদি পেয়ে সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছিলেন,- "আমি যে কীরূপ আনন্দ লাভ করেছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"[49] কলিকাতার তদানিন্তন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরকে "নব অবতার"[৫০] হিসাবে প্রচার করেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহোদয় প্রভু সুন্দরকে "প্রসিদ্ধ সাধক"[৫১] আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন "প্রেমভক্তি সাধনার বিগ্রহরূপে জনমনে তিনি আসন গ্রহণ করেন" (ভারত কোষ, ৩য় খণ্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)। শ্রীযুক্ত শংকর নাথ রায়ের লেখা 'ভারতের সাধক' নামক অপূর্ব গ্রন্থের ২য় খণ্ডে প্রভু সুন্দরের শ্রী মূর্তি ও লীলা কাহিনি বর্ণনা করেছেন। লেখক প্রভু সুন্দরের কয়েকটি অমূল্য উক্তির উদ্ধৃতি ঐ গ্রন্থে দিয়েছিলেন, তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো – "জীবের মঙ্গল ও মুক্তি কামনা পতিতপাবন প্রভুর সমগ্র জীবনে আমরা ওতপ্রোত দেখতে পাই। মানবের নিকট তাঁর বাণী পরম আশ্বাসেরই বার্তা বহন করে আনে। প্রভু সুন্দরের অধ্যাত্ম জীবন এই ভুবন মঙ্গল মহানামেরই এক অবতরণিকা।"[৫২]

বাংলা সাহিত্য জগতের কালজয়ী লেখক শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সম্পর্কে লিখেছিলেন: -

"সেই নিমাই নিতাইয়ের একীভূত প্রকাশ এই জগদ্বন্ধু।
সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত অসহায় জীবের অমোঘ সমুদ্ধর্তা"[৫৩]

শ্রীরাঘব পণ্ডিত বংশাবতংশ, অধুনা নিত্যধামগত শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সম্পর্কে লিখেছিলেন "যিনি যাহাই বলুন না কেন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ মিলিতাঙ্গ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ইহাই আমি সুদৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়াছি। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর আছেন ব্রজগৌর মিলিতরসে তন্ময়। দুহুমিলি হয় সুমাধুর্য-সেই মাধুর্য প্রাচুর্য স্বানুভাবানন্দে আস্বাদন করিতেছেন।"[৫৪]

ব্রজবাসকালে সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ তার 'লীলাম্বুধি', নামক গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের বহু মহাপুরুষদের গুণগাঁথা, নিজ গুরুবর্গের যশোগীতি ও নিজের বহু অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং তারসাথে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সম্বন্ধেও তিনি যা লিখেছিলেন তা নিচে উপস্থাপিত করা হোল:-

প্রেমানন্দ সংকীর্তন রসোল্লাসী বিভু;
গুপ্ত রহি জগদ্বন্ধু ভাসাইল প্রেমে।
ধন্য প্রভু জগদ্বন্ধু জগদুদ্ধারণ,
মহাউদ্ধারণ বিভু শ্রীহরিপুরুষ।
প্রেমধাম শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ ময়,
জগদ্বন্ধু প্রাণবন্ধু শ্রীহরিপুরুষ।
অবতরি মহাপ্রভু জগদুদ্ধারণ,
শান্তাপাতা বিশ্বম্ভর প্রেম অবতার।।
নৃত্য কর ভক্তগণ পরাণ খুলিয়া,-

---

৪৯. তবেদ; পৃ.–৩১
৫০. তবেদ; পৃ.–৩৩
৫১. তবেদ; পৃ.–৩৪
৫২. তবেদ; পৃ. –৩৪
৫৩. তবেদ; পৃ. –৪০
৫৪. তবেদ; পৃ. –৪০

গাও জগদ্বন্ধু নাম প্রাণবন্ধু গাও।
শ্রীহরিপুরুষ গাও শ্রীপুরুষোত্তম,
অষ্টপাশ বিনির্মুক্ত প্রেমভক্তি ভ'রে;
হর্ষে নাচে বালকৃষ্ণ মহামহোল্লাসে।[৫৫]

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর আবির্ভাব শতবর্ষ কমিটি সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু শত জয়ন্তী স্মরণিকায়' জগদ্বন্ধু সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও 'নিমাই নিতাই' নামক রচনায় ৭১ পৃষ্ঠায় বলেছেন-

"সেই নিমাই নিতাইয়ের একীভূত প্রকাশ এই জগদ্বন্ধু, সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত অসহায় জীবের সমুদ্ধতা।"[৫৬] ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী (অধ্যাপক), বঙ্কিমচন্দ্র সেন, রামদাস বাবাজি, খগেন্দ্রনাথ মিত্রও 'শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু শত জয়ন্তী স্মরণিকায়' জগদ্বন্ধু সম্পর্কে তাঁদের রচনা প্রকাশ করেছিলেন। এই স্মরণিকায় ৮০ পৃষ্ঠায় 'খগেন্দ্রনাথ মিত্র' শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দর সম্পর্কে বলেছেন- "মহাউদ্ধারণ শ্রী জগদ্বন্ধু জীবকে কৃপা করিবার নিমিত্ত ধারাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন নরদেহ ধারণ করিয়া। অন্তরে ও বাহিরে ভগবৎসত্তায় পূর্ণ হইয়া তিনি লীলা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। ... শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের দিব্যলীলাময় জীবন কাহিনি বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে ত্রিতাপদগুজীবের নিকট অমৃত অবগাহী, কল্যানদ এবং আলোক বর্তিকা স্বরূপ। উহা রসিক-ভাবুক-ভক্তজনের উপজীব্য"।।[৫৭] 'আলোকপাত' পত্রিকার প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যার (সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) ৫৩ পৃষ্ঠায় জগদ্বন্ধু সম্পর্কে বলা হয়েছে- "বৈষ্ণব সমাজের এক অংশে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরকে কৃষ্ণ ভগবান মনে করা হয়। জগদ্বন্ধু সুন্দরের স্বহস্তলিখিত 'হরিকথা' বই ভক্তদের ঘরে ঘরে পূজা করা হয়।"[৫৮]

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ইহোলোক ত্যাগ করেন ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১লা অশ্বিন, ইংরেজি ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনেই। বিদ্যা জীবনের প্রথম আঠারো বৎসর বিদ্যাভাব, দশ বৎসর কর্মজীবন, পরবর্তী ষোল বৎসর আট মাস গম্ভীরালীলা নিমগ্ন ছিলেন প্রভু। জগদ্বন্ধুসুন্দরের নেতৃত্বে সর্বস্তরের মানুষ এক পরিপূর্ণ মানবিক, জাত-পাত হীন উদার সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল। উচ্চারিত হয়েছিল, স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এক অমোঘ প্রতিবাদের ভাষা-

'আমি সমাজের বাঁধ ভেঙ্গে দেবো'[৫৯]

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের প্রতিবাদের পদ্ধতি ছিল নিতান্ত সহজ ও সরল। সংগীত, নৃত্যে, নামকীর্তন ও নগরকীর্তনকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সকলকে ডাক দিয়ে বলেছেন-

"হরি নাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।
যদি সৃষ্টি রাখ ভাই, হরিনাম প্রচার কর।।"[৬০]

---

[৫৫]. তবেদ; পৃ. –৪১, ৪২

[৫৬]. তবেদ; পৃ. –৪০

[৫৭]. ঘোষ ড. রবীন্দ্রনাথ। (২০২৫)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান (বৈষ্ণব সাহিত্যে ও দর্শনে)। দয়ালবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।, পৃ.-১১

[৫৮]. তবেদ; পৃ. –১১

[৫৯]. বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল।(১৯৭১) ।প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।,পৃ.-১৮৫

[৬০]. প্রভু জগদ্বন্ধু কথা (২) । (২০০৫) । শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রী শ্রীমহানাম অঙ্গন।, পৃ. -৩২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. মহেন্দ্র, মতিচ্ছন্ন। (2000)। জগদগুরু মহা-মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু (৪)। শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।
2. জগদ্বন্ধু, শ্রীশ্রীপ্রভু। (২০১৩)। সংকীর্তন-পদাবলী (নবভাবে সজ্জিত) (৬)। শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রী শ্রীমহানাম অঙ্গন।
3. উপাধ্যায়, বন্ধুদাস। (২০০৬)। জয়জগদ্বন্ধু শ্রীশ্রী প্রভুজগদ্বন্ধু ধাম ও বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী (রায় মুকুলরঞ্জন, Ed.; ২) । শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম।
4. ব্রহ্মচারি, মহানামব্রত। (২০০৮)। মহামৃত্যুরঙ্গ (৩) । শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রী শ্রীমহানাম অঙ্গন।
5. প্রভু, জগদ্বন্ধু কথা (২)। (২০০৫)। শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রী শ্রীমহানাম অঙ্গন।
6. দাস, যতিবিনোদ। (২০১৫)। হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু তত্ত্ব (৪) । শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন।
7. সরকার, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার। (২০১৩) । প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর (৩) । শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন।
8. নামনিষ্ঠ, হরিপ্রেষ্ঠ- শ্রীপাদ কুঞ্জদাস (প্রড়োঠো। (২০১৪)। শ্রীমৎ নরহরিদাস ব্রহ্মচারী, সেবাইত, শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুধাম ট্রাস্ট কমিটি।
9. ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ। (১৪২৯ বঙ্গাব্দ) । শ্রীধাম ডাহাপাড়া ও শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী (৩) । বন্ধুদাস চক্রবর্তী।
10. ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ। (২০২৫)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান (বৈষ্ণব সাহিত্যে ও দর্শনে) । দয়ালবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।
11. ব্রহ্মচারী, বন্ধুগৌরব। (১৪২০ বঙ্গাব্দ) । হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু (১) । শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন।
12. জগদ্বন্ধু, প্রভু। (১৪৩১ বঙ্গাব্দ)। চন্দ্রপাত (22nd ed.). শ্রীশ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।
13. Chandra Ghosh, N. (1965). LIFE AND TEACHING OF Sri Sri Prabhu Jagadbandhu (2nd ed.). Mahauddharam Granthalaya.
14. DATTA, PROF. K. L. (1999). PRABHU JAGADBANDHU (LIFE BRIEFLY PENNED): Vol. Sri Sri Mahanambrata Cultural and Welfare Trust (1st ed.). Sri Sri Mahanambrata Cultural and Welfare Trust.
15. জগদ্বন্ধুসুন্দর, শ্রীশ্রীপ্রভু। (২০২১)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু রচনাবলী (ব্রহ্মচারী দাস-ব., Ed.; পৃ. 696)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব সার্ধশত বর্ষ উৎসব উৎযাপন সমিতি।
16. ভারতীস্বামী, জগদানন্দ। (২০০১)। প্রভু জগবন্ধু লীলামৃত (১, পৃ. ১২০)। স্বামী জগদানন্দ ভারতী।
17. ব্রহ্মচারী, বন্ধুগৌরব। (২০১৩)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু শত-জয়ন্তী স্মরণিকা (২, পৃ. ৩১৪)। শ্রী মহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।
18. ব্রহ্মচারীশ্রীমৎ, গোপীবন্ধুদাস। (২০১৪) । শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা- তরঙ্গিনী (অখণ্ড) (ব্রহ্মচারীজী ড. মহানামব্রত, Ed.; পৃ. ১০১৬). শ্রী মহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।
19. ভারতীস্বামী, জগদানন্দ। (n.d.)। প্রভু জগদ্বন্ধু লীলামৃত (তৃতীয় খন্ড) (পৃ. ১১২)। শ্রী মহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।

20. জগদ্বন্ধুশ্রী, শ্রীপ্রভু। (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। শ্রীমতী সংকীর্তন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু কৃত (নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীনৃপেন্দ্র, Ed.) । কলিকাতা প্রেস।
21. বন্ধু, দাসব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল। (১৯৭১)। প্রভু জগদ্বন্ধু (১)। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুমহানাম সম্প্রদায়।
22. ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত। (১৯৫৭)। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্তি স্মরণে শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী (১)। অধ্যাপিকা গীতা গুহ সরোজিনী নাইডু কলেজ।
23. চক্রবর্তী, কুশলবরণ। (২০২১, জুলাই ২৬) । ধর্মান্তর প্রতিরোধে আজও প্রভু জগদ্বন্ধুর আদর্শ অনুপম দৃষ্টান্ত। সংকটকালে স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ, ৭৩ তম বর্ষ (৪৫), ৯-১০. www.eswastika.com
24. জগদানন্দ, স্বামী। (n.d.) । শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতসুধা (সংক্ষিপ্ত)। দক্ষিণেশ্বর বালিকা আশ্রম।
25. চন্দ্র, দাস গুপ্তশ্রীকার্ত্তিক, এবং মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শ্রীআবোণ। (n.d.). জগদ্বন্ধু হরি পুরুষ। শ্রী মহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।
26. ভারতী, স্বামী জগনান্দ। (n.d.)। মহাযোগীশ্বর প্রভু জগদ্বন্ধু। অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য।
27. ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত। (n.d.)। হরিপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধু (ভট্টাচার্য অমলেশ, Ed.)। শ্রী মহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।

ওয়েবসাইট:

1. Dipen। (২০২৫, মে ৮) । জগদ্বন্ধু সুন্দর: জন্মের ১৫৪ তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন। Dipen Chandra Sen. https://dipensen.com/prabhu-jagadbandhu/
2. Wikipedia Contributors. (2025, August 6). Mahanam Sampradaya. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Mahanam_Sampradaya
3. রায়, চৌধুরী শুভদীপ। (২০২০, মে ২) । আজ প্রভু শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাবতিথি। Https://Subhadiproychoudhury.wordpress.com.
4. Life story of Prabhu Jagadbandhu. (2026, February 24). Blogspot.com. https://saintofindia.blogspot.com/2014/12/life-story-of-prabhu-jagadbandhu.html?m=1
5. রায়, মিঠুন (২০২৩, এপ্রিল ২৮)। হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু https://jagarantripura.com/2023/04/29/haripurush-prabhu-jagadabandhu/
6. সরকার অনুপম। (2026) । প্রভু জগদ্বন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী। https://www.teachers.gov.bd/blog/details/797916
7. কমল কৃষ্ণ। (২০১৫, নভেম্বর ১৬) । আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান–শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। https://sanatandharmatattva.wordpress.com/category/
8. কমল কৃষ্ণ। (২০১৫, মে ২২)। মানবকল্যাণে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। https://sanatandharmatattva.wordpress.com/category/
9. রায়, মিঠুন। (২০২৩, এপ্রিল ২৯)। হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু। Jagarantripura.com. https://jagarantripura.com/2023/04/29/haripurush-prabhu-jagadabandhu/
10. চন্দ্র, সাহা সুবল। (২০১৮) । মানবকল্যাণে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর- সুবল চন্দ্র সাহা। https://shreyo-onneysha.blogspot.com/2013/06/blog-post_9.html
11. উইকিমিডিয়া প্রকল্পের অবদানকারীগণ। (২০১৩, জানুয়ারী ১৭) । হিন্দু ধর্মগুরু. Wikipedia.org; উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন।
12. https://www.exoticindiaart.com/book/details/shri-shri-prabhu-jagad-bandhurachanabali-bengali